জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্লাস-পরীক্ষা ব্যাহত

মুসা আহমেদ ●

- সেশনজটের মাত্রা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা
- আবার শুক্র ও শনিবার খোলা রাখার দাবি

চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় ব্যাহত হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা। এ অবস্থায় নতুন করে সেশনজটের আশঙ্কায় শিক্ষার্থীরা আবারও শুক্র ও শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন। এ দাবিতে সম্প্রতি তাঁরা উপাচার্য মীজানুর রহমানকে স্মারকলিপি দিয়েছেন।

গত নভেম্বরে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল মাত্র ১০ দিন। হরতালের জন্য সাত দিন, অবরোধে তিন দিন এবং সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় ১০দিন ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি। এ ছাড়া চলতি মাসে (গতকাল ১১ ডিসেম্বর পর্যন্ত) লাগাতার অবরোধ ও সাপ্তাহিক ছুটির কারণে এক দিনও ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

ক্যাম্পাস সূত্র জানায়, গত অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয় মোট বন্ধ ছিল ২১ দিন। এর মধ্যে হরতাল তিন দিন, ঈদুল আজহাসহ সরকারি ও সাপ্তাহিক ছুটি ছিল ১৮ দিন। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে তিন দিন অধিকাংশ বিভাগেই ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় একটি সম্পূর্ণ অনাবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীরা সবাই নিজ নিজ বাসা বা মেসে থাকেন। হরতাল বা অবরোধে তাঁরা কেউ ক্যাম্পাসে আসেন না বললেই চলে। প্রতিটি বিভাগ থাকে তালাবন্ধ। তবে ৩টি কয়েক কর্মকর্তা-কর্মচারী এসে প্রশাসনিক ভবন খুললেও দুপুরের পর চলে যান।

সেশনজটের আশঙ্কায় গত ৪ এপ্রিল সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন। কিন্তু এর তিন মাস পর গত ২৭ জুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৫তম সিন্ডিকেট সভায় আবার শনিবার ক্যাম্পাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। এতে নতুন করে আবার সেশনজটে পড়ার আশঙ্কা করছেন শিক্ষার্থীরা।

একাধিক শিক্ষার্থী বলেন, ছয় মাসের সেমিস্টার শেষ করতে আট থেকে দশ মাস পর্যন্ত সময় লাগছে। নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা না হওয়া, প্রয়োজনীয় লোকবলের অভাবসহ বিভিন্ন কারণে সময়মতো ফল প্রকাশ হচ্ছে না।

২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা জানান, বর্তমানে তাঁদের স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় সেমিস্টারে থাকার কথা থাকলেও সবে তাঁরা স্নাতক অন্তিম সেমিস্টারের ক্লাস শুরু করেছেন। এর পরের দুই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরাও জানিয়েছেন একই অবস্থার কথা। শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা, রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে সেশনজটের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে। তাই তাঁরা শুক্র ও শনিবার আবারও বিশ্ববিদ্যালয় খোলা রাখার দাবি জানিয়েছেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ইমরান বলেন, 'এ অবস্থা চলতে থাকলে চার বছরের স্নাতক কোর্স শেষ করতে ছয় থেকে সাত বছর কিংবা তারও বেশি সময় লাগতে পারে।'

সেশনজট জীবনের মূল্যবান একটি বছর কেড়ে নিয়েছে উল্লেখ করে কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, সময়মতো অনার্স পরীক্ষা শেষ না হওয়ায় চাকরি ও বিসিএস পরীক্ষার জন্য আবেদন করতে পারছেন না তাঁরা।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান জুনায়েদ আহমদ বলেন, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের স্বার্থে শুক্র ও শনিবার ক্যাম্পাস খোলা রাখা দরকার। এতে সেশনজট কিছুটা কমে আসবে।

বিষয়টি বিবেচনার আশ্বাস দিয়েছেন উপাচার্য মীজানুর রহমান। *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বর্তমান প্রেক্ষাপটে শনিবারও অবরোধ বা হরতাল থাকছে। তাই শুক্র ও শনিবার ক্যাম্পাস খোলা রাখা দুরূহ।'

২০০৯ সালের জুলাইয়ে সপ্তাহে দুই দিন (শুক্র ও শনিবার) ক্যাম্পাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। এর পর থেকে এ নিয়মেই চলছিল। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ছুটিসহ বছরে ৩৬৫ দিনের মধ্যে ১৫৬ দিনই ক্লাস বন্ধ থাকে। কিন্তু এর ওপর যোগ হচ্ছে হরতাল ও অবরোধের জন্য অনির্ধারিত বন্ধ।